যুগান্তর

তারিখ 27 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নতুন করারোপ উচ্চ শিক্ষায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে

মতবিনিময় সভায় বক্তারা

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যদের এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা নতুন করে অগ্রিম কর আরোপ ও 'প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৭' প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তারা বলেন, জ্ঞানসমৃদ্ধ জাতি গঠনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয়ের ওপর নতুন করে করারোপ উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ বাংলাদেশ আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ কথা বলেন। এসোসিয়েশন চেয়ারম্যান এমএ কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজির (আইইউবিএটি) প্রতিষ্ঠাতা ও উপাচার্য অধ্যাপক এম আলিমুল্লাহ মিয়া। আলোচনায় অংশ নেন জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও এসোসিয়েশনের যুগ্ম চেয়ারম্যান আবুল কাশেম হায়দার, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হাফিজ জিএ সিদ্দিকী, নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. শামসুল হক, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান জালালউদ্দিন আহমেদ, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান এমএ মান্নান, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর আনোয়ার আলী, মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান রোকসানা খন্দকার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যাপক আবদুস সামাদ। এ সময় অধ্যাপক আবু আহমেদ, ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির আবদুর সবুর খান উপস্থিত ছিলেন।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে এমন কিছু ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে, যা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক কাঠামো বদলে দেবে। এতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল ধারণাই পাল্টে যাবে। প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশে যুগোপযোগী শিক্ষার মান নিশ্চিত করেছে। উচ্চ শিক্ষায় শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছে। সেশনজট পরিহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিতে অবদান রাখছে। সরকারি কোষাগারের ওপর অর্থনৈতিক চাপ কমিয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৮৬ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য সরকারের ব্যয় হতো কমপক্ষে ২০০ বিলিয়ন টাকা। সরকারকে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে না, অথচ

ফেলবে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

ফেলবে : প্রভাব

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে।

জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম বলেন, প্রযুক্তিপ্রধান বিশ্বে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মেডিক্যাল শিক্ষার সম্প্রসারণে সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান খারাপ হলে বন্ধ করে দিন। কিন্তু যাদের মান খারাপ নয় তাদের সহযোগিতা করুন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিজস্ব পাঁচ একর জমির শর্ত শিথিল করে সর্বোচ্চ দু'একর করা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এমএ কাশেম বলেন, সুশিক্ষা প্রদানে সংগঠিত হওয়ার বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে সবাইকে একত্রিত হয়েই জ্ঞানসমৃদ্ধ জাতি গঠনে অবদান রাখতে হবে।

আবুল কাশেম হায়দার বলেন, আসুন নিজেরা সংস্কার-সংশোধনের চেষ্টা করি। আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা খাতে সংস্কার প্রয়োজন রয়েছে।

হাফিজ জিএ সিদ্দিকী বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান ক্রমেই বাড়ছে। এক্ষেত্রে নতুন করে করারোপ শিক্ষার মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তাছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশে এ ব্যবস্থা নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক এম আলিমুল্লাহ মিয়া বলেন, শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করতে একটি শিক্ষা ব্যাংক করা জরুরি। যার মাধ্যমে কেবল শিক্ষা সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেন হবে। এতে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে।